জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

২৯ মে ২০০৫

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী দিবসে আমরা বহু দেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষকদের ত্যাগ-তিতীক্ষাকে স্মরণ করছি, যারা শান্তির জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছেন। আমরা শান্তিরক্ষার মহৎ আহ্বানের প্রতি নিজেদের পুনঃনিবেদিত করছি।

২০০৪ সালে শান্তির সেবায় আমাদের একশত পনের জন সহকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। ২০০৫ সালে ইতিমধ্যে ৩৯ জন শান্তিরক্ষী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন । এদের মধ্যে আছে নয়জন বাংলাদেশী সৈন্য। গত ফেব্রুয়ারিতে কঙ্গোয় তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় । বিগত এক দশকে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় একক হামলার ঘটনা । দুঃখ ও গর্বভরে আমরা নিহত প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
বর্তমানে সারা বিশ্বে ১৭টি শান্তিরক্ষা মিশনে ৬৬ হাজারের অধিক সামরিক সদস্য এবং ১৫ হাজার বেসামরিক সদস্য শান্তির সেবায় নিয়োজিত আছেন । তারা যুদ্ধবিরতি রক্ষা করেছেন, সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন, প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করেছেন, আপোষ মিমাংসায় সহায়তা করেছেন, মানবিক সাহায্য প্রদানে সুযোগ তৈরি করেছেন, শরণার্থী ও বাস্তুত্যাগীদের ঘরবাড়িতে ফিরতে সাহায্য করেছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচন , আইনের শাসন পুনঃগঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিবেশ নিশ্চিত করেছেন।

শান্তিরক্ষার জন্য চাহিদা আগে যেমন ছিল এখনও তাই আছে । বাস্তবিক অর্থে আগের চেয়ে বর্তমানে আমাদের মিশনের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এ দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে সুদানে একটি বড় মিশন মোতায়েনের প্রক্রিয়া চলছে । ২১ বছর ধরে চলা সুদানে যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। গত জানুয়ারিতে এক শান্তি সমঝোতার দ্বারা এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটল। একই সাথে তিমুর লিস্তে ও সিয়েরা লিওনে শান্তিরক্ষা কর্যক্রম গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে, কারণ সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে বোধ এসেছে যে, শান্তি কোন আশা বা স্বপ্ন নয় বরং বাস্তবতা।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের এসব সাফল্য প্রায়শই যথাযোগ্য মনোযোগ লাভ করেনা , যদিও ব্যর্থতাগুলো ব্যাপকভাবে এবং ন্যায্যভাবে প্রচার পায়। কয়েকটি মিশনে কিছু ব্যাক্তি বিশেষের যৌন নির্যাতন ও শোষণ অনেক জীবনের ক্ষতি করেছে। অবআচরন রোধে আমি কিছু ত্বরিত পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছি। কিছু কিছু গুরুত্বপুর্ণ সংস্কার ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কিন্ত আরো অনেক সংস্কার অবশ্যই করতে হবে, কারণ আমরা এ জাতীয় আচরণ নির্মুল করতে চাই।

আজ অমরা ১০৩টি সদস্য রাষ্ট্রকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সামরিক লোকবল প্রেরণ করে। বিশেষভাবে আমি পাকিস্তান , বাংলাদেশ ও ভারতের অবদানকে স্বীকার করছি, যারা একত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার এক-তৃতীয়াংশের বেশী সরবরাহ করে। আমি আনন্দিত যে, চিন ও ব্রাজিলের মত দেশ নতুন নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করছে। আমি আশা করি অন্যান্য দেশও বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো এ পথ অনুসরণ করবে।

“পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের কশাঘাত থেকে রক্ষার্থে” জাতিসংঘ সনদের এ কথাগুলো বাস্তবায়ন করতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছেন । আজকের এই দিনে আমি তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, যারা শান্তির প্রথম সারিতে কাজ করে গিয়েছেন এবং যারা আজও করে যাচ্ছেন।

* ** *